রক্তকমল

জাতীয় শোক দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ

স্মরণিকা
২০২০

উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট।

সম্পাদক

সাধন কুমার বিশ্বাস

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামপাল, বাগেরহাট

সম্পাদনা সহযোগী

* জনাব শোভন সরকার, সহকারী কমিশনার (ভূমি)
* জনাব মো: জাহিদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
* জনাব কৃষ্ণা রাণী মন্ডল, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
* জনাব শেখ আসাদুল্লাহ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
* জনাব মো: হামিদুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
* জনাব মো: আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর, রামপাল

প্রচ্ছদ

অধ্যাপক মোস্তাফিজুল হক, ড্রইং এন্ড প্রিন্টিং বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা

জনাব মো: আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর, রামপাল

প্রকাশনায়

উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট

www.rampal.bagerhat.gov.bd

প্রকাশকাল

১৫ আগষ্ট ২০২০

উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সম্পাদকীয়

শোকাবহ আগস্ট মাস আসলেই মনে পড়ে সেই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কথা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিভীষিকাময় সেই রাতে বর্বর ঘাতকচক্র স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। আমি ১৫ আগস্ট কালোরাতে শাহাদত বরণকারী সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। সেই নারকীয় রাতে শাহাদত বরণকারী সকল শহিদদের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ এ ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট কর্তৃক "রক্তকমল" নামে একটি অনলাইন স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। স্মরণিকা খানা প্রকাশের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেখা সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। সময় সল্পতার কারণে স্মরনিকা খানায় কিছুটা অপূর্ণতা থাকলেও উক্ত প্রকাশনাকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও চেষ্টা বিদ্যমান ছিল।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার স্যারসহ রামপাল উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সেখ মোয়াজ্জেম হোসেন, কমান্ডার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জনাব মোজাফফর হোসেন মহোদয়গণের প্রতি। যাদের অনুপ্রেরণায় এ অনলাইন স্মরণিকা খানা প্রকাশ করার সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রইং এন্ড প্রিন্টিং বিভাগের অধ্যাপক জনাব মোস্তাফিজুল হক স্যারের প্রতি যিনি এই স্মরণিকা খানার প্রচ্ছদ এঁকে উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাটের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে অনেকটা পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- লেখকগণের প্রতি যারা তাদের সুন্দর লেখনি দ্বারা স্মরণিকা খানাকে সমৃদ্ধ করেছেন, -যুদ্ধকালীন কমান্ডার (বি,এল এফ-মুজিব বাহিনী) শেখ আব্দুল জলিল মহোদয়ের প্রতি যিনি লেখকগণের সহিত সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখে লেখা সংগ্রহ করে স্মরণিকা খানা প্রকাশে সহায়তা করেছেন, -এডিটোরিয়াল বোর্ডের প্রতি যারা এ স্মরনিকা খানা সম্পাদনায় সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন।

এছাড়াও স্মরণিকা খানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সকলের অনুপ্রেরণা, পরামর্শ, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় শোকাবহ আগস্ট মাসে শাহাদত বরণকারী সকল শহিদদের স্মরণে ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট কর্তৃক "রক্তকমল" নামে একটি অনলাইন স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।

সাধন কুমার বিশ্বাস
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রামপাল, বাগেরহাট।

মাননীয় উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট কর্তৃক "রক্তকমল" নামে একটি অনলাইন স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে নারকীয় হত্যাকান্ডে শাহাদত বরণকারী সকল শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাঙ্গালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙ্গালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির কাঙ্খিত বিজয় অর্জিত হয়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকচক্র সপরিবারে হত্যা করে। তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করি, লালন করি এবং গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। জাতীয় শোক দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পরিশেষে "রক্তকমল" স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রশাসন, রামপালসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

হাবিবুন নাহার

জেলা প্রশাসক
বাগেরহাট

শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, রামপাল, বাগেরহাট কর্তৃক "রক্তকমল" নামে একটি অনলাইন স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে শাহাদত বরণকারী সকল শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর দূরদর্শী, সাহসী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। এ রাতে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যক ঘৃণ্য ঘাতকরা হত্যা করে। ১৫ই আগস্ট দিনটিকে বর্তমানে আমরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। আসুন শোক দিবসের এ শোককে শক্তিতে পরিণত করি। বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ও তিতীক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শকে ধারণ করে সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি, প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

পরিশেষে "রক্তকমল" স্মরণিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

মোঃ মামুনুর রশীদ

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, রামপাল
বাগেরহাট

শুভেচ্ছা বাণী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সময়ের স্বল্পতার মধ্যে "রক্তকমল" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এ কথা সর্বজন বিদিত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালো রাতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কতিপয় বিপথগামী সামরিক বাহিনীর সদস্য বাঙালির মাথার মুকুট অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শিশু পুত্র শেখ রাসেল, শেখ কামাল, শেখ জামাল ও তাদের নব পরিনীতা বধূসহ বেশ সংখ্যক দেশপ্রেমিক মানুষকে নির্মমভাবে খুন করে। মানব রূপী এই ঘৃণ্য নরপশুদের উদ্দেশ্য ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল গৌরবময় অর্জন মুছে ফেলে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে স্বৈরশাসনের পথ উন্মুক্ত করা। প্রজাতন্ত্রের সকল আদালতে এই নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারকার্য পরিচালনা করা এখতিয়ার বহির্ভূত বলে ফরমান জারী করে খুনী ঘাতকদের বিচারের পথ চিরদিনের মতো বন্ধ করা। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ঐ অধ্যাদেশ বাতিল করে দেয়। আদালত দীর্ঘ দিন পর বিচার কার্য শুরু করে খুনীদের ফাঁসিকাষ্টে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের রায় কার্যকর করে। বাকী ঘাতকদের কয়েকজন সাজাপ্রাপ্ত আসামী পাকিস্তান, লিবিয়া, কানাডা, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আত্মগোপন করে আছে। এখন প্রয়োজন বন্ধী প্রত্যার্পন চুক্তি করে অবিলম্বে খুনীদের দেশে এনে বিচার সম্পন্ন করে জাতিকে অভিশাপ মুক্ত করা- এটা সময়ের দাবী।

আসুন একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় দানের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলে পৃথিবীর বুকে সন্মানজনক অবস্থান দৃঢ় করি।

সেখ মোয়াজ্জেম হোসেন

কমান্ডার
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
রামপাল, বাগেরহাট

শুভেচ্ছা বাণী

বিশ্ব ইতিহাসের কালজয়ী মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষে পালিত হচ্ছে তাঁর ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী। প্রতি বছর আগস্টের এই দিনগুলো দুর্বহ বেদনার বিষাক্ত স্মৃতি নিয়ে বাঙ্গালির চেতনার দ্বারে আঘাত হানে। শ্রাবণের ঘন মেঘে ঢাকা আকাশই হয়ে ওঠে বাঙ্গালি জাতির শোকাহত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। চারিদিকে শোর ওঠে কাঁদ বাঙালি কাঁদ। এমনই এক স্পর্শকাতর শোকাবহ পরিবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হয় ১৫ আগস্টের শোক দিবস। ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবনের যথা সর্বস্বকে ত্যাগ করে নিশ্চিত মৃত্যুর সংগে বাজি রেখে, দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে যারা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় সে সকল অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট এই মাস আর এই নির্দিষ্ট দিনটি আরও বেদনাবহ। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম সহকর্মী ও সহমর্মী হিসাবে আমিও সমভাবে বেদনা অনুভব করি। তাই একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে জাতির সকল স্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ হতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি ও প্রত্যাশা- বঙ্গবন্ধুর সকল খুনীর চূড়ান্ত বিচার অবিলম্বে কার্যকর করা হোক।

জাতীয় জীবনের এই স্পর্শকাতর ও অসহ্য বেদনা বিজড়িত ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে প্রকাশ ও প্রচারের অভিপ্রায়ে রামপাল উপজেলা প্রশাসন "রক্তকমল" নামে অনলাইন স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করায় আমি সার্বিকভাবে আনন্দিত, উৎফুল্ল ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বাঙালি জাতির কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আত্মত্যাগের তুলনায় এ স্মৃতিচারণ উদ্যোগ অতি নগন্য। তবুও যদি তা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত ধারায় চলমান থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে, আর তেমনটিই প্রত্যাশা। স্মরণিকা প্রকাশের এ মহতী কাজের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সকলকেই আন্তরিক মুবারকবাদ।

মোজাফফর হোসেন

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	জাতীয় শোক দিবস স্মরণে দুটি কথা	০৮
২	মুক্তির দূত	০৯
৩	বঙ্গবন্ধু	১০
৪	পনেরই আগস্টের শোক দিবসের স্মরণে	১২
৫	শেখ মুজিব	১৪
৬	বন্ধু আমার চিরসাথী	১৫
৭	জাতির পিতার ১৯২০ থেকে ১৯৭৫	১৬
৮	স্মরণ	১৯
৯	তোমার স্মৃতি চির অম্লান	২০
১০	জাতীয় শোক দিবস	২২
১১	জাতির পিতা শেখ মুজিব	২৩
১২	প্রয়াত বঙ্গবন্ধু	২৪
১৩	জাতীয় শোক দিবস স্মরণে	২৫
১৪	নতুন যুগের স্রষ্টা	২৬
১৫	দেশাত্মবোধক সংগীত	২৭
১৬	**Restless Journey**	২৮

জাতীয় শোক দিবস স্মরণে দুটি কথা

শেখ আব্দুল জলিল, যুদ্ধকালীন কমান্ডার (বিএলএফ-মুজিব বাহিনী) রামপাল-মংলা এলাকা

এশিয়ার এই পললময় ভূখন্ডে হাজার বছরের লালিত সংগ্রামে বীর বাঙালি কখনো ভিনদেশী শাসক শোষকের নিকট পরাভব মানেনি। সারাক্ষণ এক দীপ্ত প্রতিবাদে তারা উচ্চকিত হয়েছিল। তাঁদের বীরত্ব গাঁথা ও সংগ্রামের ঐতিহ্য তুমি বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে অবধারণ করে ত্যাগ, তিতিক্ষা আর অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে এগিয়ে নিয়েছ গোটা বাঙালির মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দানের জন্য।

তোমার আপোষহীন বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আন্দোলনের অখন্ড ধারাবাহিকতায় শোষণের শৃংখল ভঙ্গ করে স্বাধীনতার প্রশস্ত পথে এগিয়ে নিয়েছো। স্বদেশ হিতৈষণার অনিবার্য আহ্বানে সেই দায়বদ্ধতায় অধিকারহারা বাঙ্গালী আত্মত্যাগের সুমহান মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে ঐতিহাসিক সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেছে।

কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সাফল্য ও মূল্যবোধ জাতীর জীবন থেকে চিরদিনের মতো নির্বাসিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, আপাদমস্তক বাঙ্গালী, যিনি বিশ্ব মানবতার দিশারী। নিকষ কালো আঁধার ভেদ করে অরুণোদয়ে প্রথম সাক্ষীর মত সগর্বে বুক ফুলিয়ে বিপন্ন মানবতার ধ্বজা উর্ধ্বে তুলেছো।

এই সিংহ পুরুষ, তাকেই যিনি নিরাবরণ নিরাভরণ জীবন যাপনে অত্যস্ত তাকে নৃশংসভাবে পরিবারের সদস্যসহ হত্যা করে কালো রাত ১৫ আগস্টে। রচিত হয় বাঙ্গালী ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়। নিস্পাপ শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, নব পরিণীতা কুলবধুসহ কেউ পাষন্ডদের ঘৃণ্য পৈষাচিকতার হাত হতে নিস্তার পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সকল সাফল্য ম্লান করে জাতিয় উন্নয়নের ধারায় অনাকাঙ্খিত স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। এই অভিশপ্ত, মানবরূপী শয়তানের ঘৃণ্য অপরাধের সুবিচারের কামনাই জাতি আজ সাগ্রহে প্রতীক্ষায়। আজ সমস্ত অসুস্থতার বৃত্ত ভেঙে মুক্তধারার জাগরণের জন্য সময়ের সাহসী সন্তান। এগিয়ে এসে উদ্যমশীল সাহসিকতায়, দৃপ্ত পদভারে সাম্য শান্তি সামাজিক নিরাপত্তায় এ স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঋণ পরিশোধের ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব আমাদের সবারই। সর্বোপরি একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভাস্বর একটি জাতি গঠনের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে পৃথিবীর বুকে স্থায়ী সম্মানজনক আসন লাভ করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মুক্তির দূত

তালুকদার রাসেল মাহমুদ
সহকারী অধ্যাপক, আইন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

শতবছরের বঞ্চনা, অত্যাচার ও নিপীড়ন,
মানুষরূপী অমানুষদের সীমাহীন শোষণ,
সম্পদ সম্ভ্রমের লাগামহীন লুণ্ঠন,
পরাধীনতার শৃংখলে ওষ্ঠাগত প্রাণ;
অতঃপর এক অগ্নিগিরির উত্থান,
যার বজ্রকণ্ঠে কেঁপে উঠেছিল
রেসকোর্স ময়দান।
বাঙালিকে শুনিয়েছিলেন তিনি
স্বাধীনতার গান-
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"।
তিনি বাঙালির প্রাণের স্পন্দন
চির পূজনীয় অবিনশ্বর,
মুক্তির দূত,
শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু

মোঃ জাহিদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

দেখিনি কখনো, দেখিনি তোমায়, শুনেছি শুধু নাম,
কীর্তিমানের পরিচয় নামে নয়, পরিচিত হয় কাম।
কোনো ইতিহাস আছে কি দেশে, স্বাধীন বাংলাদেশে,
সকল জায়গায় রয়েছো জুড়ে সকল ইতিহাসে।
কোন কথা ভেবে, কোন কথা বলি ,তাই ভেবে না পাই,
তুমি যে ছিলে মানুষের মাঝে লৌহ মানব ভাই।
তুমি ছিলে সাহসী ছেলেবেলা থেকে,
বুঝা যায় তা স্কুল উন্নয়ন আন্দোলন থেকে।
ছাত্র জীবন থেকেই ছিলে সাহসী এক বীর,
তার নমুনা রেখেই ছিলে উন্নত মমশীরে।
বাঙ্গালীরা ভালোবাসে তোমায় কেমন করে,
৫৪ এর নির্বাচনে দেখিয়ে দিলো তারে।
কোন আন্দোলন নেই তোমার নাম খুঁজে পাইনা ভাই,
সব আন্দোলনের মাঝে আছো জীবিত তাই।
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড হোক চেয়েছিলে তুমি,
তাইতো শিক্ষার গুরুত্ব ছিল তোমার আমলে বেশী।
বঙ্গবন্ধু ত্যাগী নেতা, মন্ত্রীত্ব তাই চায়না,
জনগণের মুক্তি হোক এইতো তার বায়না।
তোমার মত সাহসী বীর পেয়েছিল এ বাঙ্গালী,
তাইতো এ জাতিকে থাকতে হলো না কাঙ্গালী।
লর্ড ফেনাক দেখেছিল ওয়াশিংটন, গান্ধী, ডি ভ্যালেয়ার নেতা,
তার চেয়ে বড় নেতা ছিল শেখ মুজিবের চেতা।
ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেই দিলো, হিমালয় দেখেননি সে,
তবে দেখেছে শেখ মুজিব কে হিমালয়ের ন্যায় সে।

মুজিব তুমি জন্মেছো বলে, জন্মেছে বাংলাদেশ,
মুজিব তোমার আরেক নাম স্বাধীন বাংলাদেশ।
কোন কথা ভেবে, কোন কথা বলি তাই ভেবে না পাই,
তুমি যে আছো মানুষের মাঝে ভাষণ বন্দনায়।
কি ভাষণ দিলে শেখ মুজিব তুমি, আঠারো মিনিটে,
যা স্থান পায় অবশেষে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে।
মাসটি হলো ডিসেম্বর, দিনটি হলো ষোল,
বাঙ্গালীরা স্বাধীন থাকবে সারা জনম কালে।
কবিতায় আর কি লিখব ইতিহাসের পাতা,
যখন বুকের রক্তে এঁকেছি বাংলাদেশের ছাতা।
সহ্য হলো না, সহ্য হলো না, এ স্বাধীনতা,
অবশেষে গুটিকয়েকে আগস্টে করল তান্ডবখানা।
ভাবছে ওরা মুজিব শেষ, দেশতো হবে শেষ ,
ভাবেনি যে, সকল মানুষের হবে মুজিবের বেশ।
তোমার কথা পড়ছে মনে, এখন তুমি নাই,
ঐ পারেতে ভালো থেকো এই দোয়া চাই।
ছায়া সুনিবিড় বনভুমি, মাঠনদী, তীর বালুচর,
সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর।
ঝরেনি সেদিন জবা,কৃষ্ণ, ঝরেছে মুজিবের রক্ত,
আগস্ট শোকে সিক্ত জাতি, শেখ মুজিবের ভক্ত।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, সোনার বাংলাদেশের,
বাকী কাজটা সবার হবে দেশকে ভালবেসে।।

পনেরই আগস্টের শোক দিবসের স্মরণে

মোঃ আঃ হামিদ (মুক্তিযোদ্ধা)

সেতো দশই মহররমে নয়-
নয় কারবালায় ফোরাতের তীরে,
পনেরই আগস্টের অশুভ প্রত্যুষে
এই বাংলার বুকে , তারই সবুজ প্রান্তরে;
তবু যেন আরও একটি আশুরায়
এ জাতীর দূর্ভাগা ললাটে,
একেঁ গেল কলঙ্কের বিভৎস কালিমা
হায়নার নির্মম পাশবিক দাপটে।
জিবন আর যৌবনের পূরোটা কাল
দূর্ভাগা জাতির মুক্তি আর কল্যান কামনায়।
বিলিয়ে দিল যে আত্মা আপনারে
অকাতরে, চির আত্ম ত্যাগী চেতনায়,
যার একটি মাত্র অঙ্গুলী হেলনে
জগিয়া উঠিল সাড়ে সাত কোটি জনতা,
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনিতে
এই গরিয়সী মাতভূমির স্বাধীনতা।
এমন অঘটন ঘটে গেল;
কোথা থেকে কেমন করে,
সেই দূর্জয় মহাবীরের জীবন
আর তার সাজানো গোটা পরিবারে!
কি এমন অপরাধ ছিল
সেই মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার?
যে কারণে দিতে হলো প্রাণ
তাঁর সকল একান্ত আপনজনার!
না। কোন অপরাধ নয়-
এতো পরাজিত শক্তির ভিন্ন জিঘাংসা,
বঙ্গবন্ধুর উদারতার সুযোগে কুচক্রির
ষড়যন্ত্রে জাগিয়া উঠিল হায়েনার তবিয়তে সহসা।
বিশ্বাস আর ভালবাসার
পবিত্র জীবন সুধায়,

ঢালিল হলাহল মীর জাফরের দল
চরম প্রতিহিংসার বিভৎস লীলায়।
গর্জিয়া উঠিল মর্টার-কামান
ধানমন্ডির সড়কে,
৩২নম্বর বাড়ীর যত্রতত্র
ভয়ংকর হুংকারে পলকে পলকে।
বহিল তাজা খুনের রক্তিম নহর।
জাতির বিষাদ অশ্রু নিয়ে,
ভুলিল পাখিরা গান আজি
গভরি শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে।
নিষ্পাপ শিশু, অন্তঃসত্বা নারী,
কারুরই হলোনা রক্ষা কোন মতে;
যেন কারেও বাঁচিয়ে রাখিতে চায়নি
ওরা বঙ্গবন্ধুর বংশে বাতি জ্বালাতে।
চেঙ্গিস, তৈমুর, হালাকু
অথবা নাদিরশাহ কিংবা সিমার,
কেই কি ছিল ওদের মতো
এমন অধম, পাষন্ড, কুৎসিত-ভয়ঙ্কর?
না। ইতিহাস কখোনো দেখেনি
এমন বিভৎস, ভয়ঙ্কর যজ্ঞ-অনুস্ঠান,
হিটলার, মুসোলিনির সকল হিংস্রতা
যেন হয়েছে তার কাছে চির ম্লান।
এ অন্তহীন কলঙ্কের দুর্বহ বোঝা
জাতী দীর্ঘ তিন যুগ ধরে,
করিল বহন অসহ্য যন্ত্রনায়
নিরর্থক বিনা বিচারে।
অবশেষে কালের কপোল তলে
হলো জনতার জয়;
লভিল খুনিরা যথার্থ শাস্তি,
সকল অপশক্তি মানিল পরাজয়।
বঙ্গবন্ধু ! তুমি চলে গেছ
কোনদিন তোমায় আর পাবনা ফিরে
তবুও লড়ে যাব মোরা আপোষহীন চেতনায়
তোমার আদর্শের ঝান্ডা শক্ত করি ধরে।

শেখ মুজিব

ড. মো. ইয়ামিন কবির, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আজি হতে শত বর্ষ পূর্বে
জন্মেছিলেন তিনি বাঙালির গর্ভে,
নাম তাঁর শেখ মুজিব
বাঙালির চেতনায় যিনি চির সজীব।
শৈশব-কৈশোর কেটেছে যাঁর পরোপকারিতায়
ছুটে বেড়িয়েছেন পাড়ায় আর মহল্লায়,
যৌবনে হয়েছেন আগুয়ান
দেশের তরেই উৎসর্গ করবেন প্রাণ।
মিটিংয়ে মিছিলে সদা বজ্রকন্ঠ
তাড়াও ব্রিটিশ,
হটাও পাকিস্তান,
বাংলা হোক নিষ্কন্ট।
শাসক গোষ্ঠী হয়েছে রুষ্ট
আখ্যা দিয়েছে রাষ্ট্র-ভ্রষ্ট,
জেল খেটেছেন বারংবার
তবুও নন তিনি এতোটুকু দমাবার।
তাঁর ঘোষিত ছয় দফায়
বাঙালির মুক্তির পথ সুগম হয়।
আর ৭ই মার্চের ভাষণ
সেতো সর্বাত্মক সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান।
অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ
বাঙালি পেল তাঁর যোগ্য সম্মান,
পৃথিবীর বুকে নিজস্ব ঠিকানা
যা ছিল তাঁর আজন্ম সাধনা।
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে
সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে,
শত সমস্যা আর সীমিত সামর্থ্যে
আত্মনিয়োগ করলেন দেশের নিমিত্তে।
কিন্তু হায়! একী হলো?
ঘাতকের বুলেট তাঁর জীবন নিলো!
জাতি হারালো তার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান,
শোক যেন সমুদ্র-সমান।
বাংলা তাঁর, তিনি বাংলার
মিলে মিশে একাকার,
সাধ্য কার-
এ বাঁধন ছিন্ন করবার ?

বন্ধু আমার চিরসাথী

-মানবেশ রায়, প্রভাষক

ইতিহাসের পথটি ধরে, ঐতিহ্য আর সংস্কারে

জাত-পাত-গোত্র-বর্ণে বাঁধা এ জীবন।

সব বাঁধা গেল মিশে, তুমি যখন এলে পাশে

রুখিতে পাক অত্যাচারী করিলে আহব্বান।।

সোনাঝরা বিকেলে, যে মধু তুমি বর্ষিলে

আকন্ঠ সে মধু করিয়াছি মোরা পান।

বায়ান্নর গড়া তুনে, '৬৯-৭০' এর শর পরিয়েছি গুনে

হায়নার পিঞ্জর করিয়াছি খান খান।।

সকল দুঃখ কষ্ট ভুলি, নিজ ভূমে পদ ফেলি

আহত পাখির কন্ঠে ফিরাইলে গান।

জাগাইলে নবীন আশা, বিশ্ব মাঝে দিলে ভাষা,

পাইয়াছে বাঙালি আত্মদানের মান।

বুঝিলনা হত্যাকারী, খুনে লাল করিল সিঁড়ি।

বুলেট আঘাতে হইল কালিমা লেপন।

ভুলিবে না এই জাতি, বন্ধু আমার চিরসাথী

গড়িবে সোনার বাংলা তোমারই আদর্শ সন্তান।।

জাতির পিতার ১৯২০ থেকে ১৯৭৫

জয়দেব পাল, সহকারী শিক্ষক, গিলাতলা সরকারি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বঙ্গ জননীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হে মহা মানব
হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী
বাঙ্গালী জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
তুমি জন্মেছিলে এক দিব্য পুরুষ রূপে
বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিতে
স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশ গড়তে
লাল সবুজের নিষাণ তুলে জীবনের স্বাদ দিতে।
১৯২০ সালে ১৭ মার্চে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াতে
আর্দশ পিতা শেখ লুৎফর রহমান আর রত্নগর্ভা মাতা সায়েরা খাতুনের কোলে
শত সহস্র মায়ের কোলের নতুন হাসির দূত হয়ে।
তোমারই জন্মকালে বাংলা ছিল অন্ধকারে ভরে
ব্রিটিশ শাসনের শেষ অধ্যায়ে।
আঁধার কালো রাত্রি শেষে বঙ্গ জননী তোমায় পেয়ে
তপ্ত বুকে তৃপ্তি পেল তোমারই শীতল পরশে।
হাটি হাটি পায়ে পায়ে পুব আকাশের প্রথম প্রহরে
মুক্ত রবির কিরণ হয়ে জাগিয়ে দিলে বাঙ্গালীকে
১৯৩৯ সালে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে
প্রথম প্রতিবাদ সভা করে।
১৯২৭ হতে "৪৭ এ শিক্ষা জীবন পূর্ণ করে
পূর্ণ রবির আভা হয়ে পথ চেনালে বাংলাকে।
জীবন পথে বারে বারে কারাবরণ মেনে নিয়ে
শত সহস্র আঘাত পেয়ে খাঁটি সোনার মুকুট হয়ে
সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখালে দিশাহীন বাঙ্গালীকে।
১৯৪৭ এ দেশবিভাগের বছরে সূর্য সন্তান ফিলে এল
পূর্ব বাংলার নতুন ভূ-খন্ডে।
৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে রক্তচোষক নাজিম উদ্দিনের কটুক্তিতে
জাতিসত্ত্বার কণ্ঠ রুধিতে ষড়যন্ত্রের বিষ বাষ্পে
প্রতিবাদী রক্তের শেখ মুজিব ঝাপিয়ে পড়ে মহা সংগ্রামে।
উত্তাল এ স্লোগানে ফুসে ওঠে সমগ্র বঙেগ।
প্রতিবাদ, আন্দোলন, স্লোগান বাংলার রাজপথে অলিতে গলিতে
মায়ের মমতায় ভরা মাতৃভাষাকে চির ভাস্বর করে নিলে

১৯৫২ ' র একুশে ফেব্রুয়ারিতে।
হে অনন্তকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহানায়ক
তোমার প্রতিবাদী বাবুদের স্ফুলিঙগ ছড়িয়ে পড়ল দিগন্ত রেখার ওপারে।
মহাকাল থেকে মহা সংগ্রামের বীজ অংকুরিত হয়ে গেল
১৯৫৫'র সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙগ করে,
পশ্চিমাদের কন্ঠকে রুদ্ধ করতে "৫৬ থেকে এলে "৬৬ তে।
বার বার শতবার অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়ে,কারাগারকে আবাস করে
মহাযজ্ঞের নতুন মন্ত্র শোনালে জাতিকে
তোমারই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হলো "৬৬'র ৫ই ফেব্রুয়ারিতে
বাংলার মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফাতে।
হে মহান জ্ঞান তাপস, ধৈর্য্যশীল, বাংলার পথ প্রদর্শক
শত সহস্র বাঁধা পেরিয়ে বাঙগালী জাতির কান্ডারী হয়ে
চলে এলে সহস্র মাইল পেরিয়ে।
১৯৬৯'র ফেব্রুয়ারির ২৩তারিখে রেসকোর্সের লাখো উত্তাল জনসমুদ্রে
তোমারই কন্ঠে ধবনিত হলো ১১ দফার অক্ষয় দাবীগুলো
রেসকোর্সের সেই লাখো উত্তাল জনসমুদ্রে
তুমি ভূষিত হলে বঙগবন্ধু উপাধিতে।
৬৯'র ৫ই ডিসেম্বরে সকল ষড়যন্ত্রের চক্র ভেঙেগ
পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে জাতিসত্বার অস্তিত্বকে ঘোষণা দিলে
আজ থেকে এবঙেগর নাম হবে বাংলাদেশ।
হে অনন্ত কালের বঙগবন্ধু, বাঙগালী জাতির কারিগর
সকল দুঃখ কষ্ট সয়ে জীবন ভোগের কথা ভুলে
সারা জীবনকে বিলিয়ে দিলে বাঙগালীদের স্বাধীন করতে।
তোমারই চিন্তা চেতনা দূরদর্শিতার ফলে
১৯৭০ পেরিয়ে এলে মহা সংগ্রামের "৭১ এ।
আশাহীন, দিশাহীন জাতিকে নিয়ে এলে মুক্তির দ্বারপ্রান্তে।
উত্তাল "৭১'র শত বৈরিতার শৃঙখল ভেঙেগ
জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে এলে ৭ই মার্চে।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতা,
মহা সংগ্রামে বীরদের হে মহাবীর
অনন্ত কালের অনন্ত কোটি বাঙগালীর প্রাণের স্পন্দন

বাঙগালী জাতির অভেদ্য প্রাচীর, সফল চক্রব্যুহ্যর রচয়িতা
পশ্চিমাদের কী সাধ্য ছিল তোমাকে রুদ্ধ করবে।
তুমি অনন্ত কালের মহা স্রোতধারা
যার প্রবাহ বইবে প্রজন্ম হতে প্রজন্মে, অসীম হতে অনন্ত অসীমে।
তুমি স্বমহিমায় তোমার বজ্র কণ্ঠের গর্জন শোনালে বিশ্বকে
ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লক্ষকোটি জনতার মহা জন সমুদ্রে।
তোমার মহাকাব্যের অমর বাণী শ্রবণ করে
সমগ্র জাতি নব উদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শুরু করল মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ।
দীর্ঘ সংগ্রামের পরে লক্ষ কোটি ত্যাগের বিনিময়ে পেলাম
তোমার হৃদয়ের লালিত স্বপ্নকে
বাঙগালী জাতির মুক্তি, পেলাম প্রিয় স্বাধীনতাকে।
হে বাঙগালী জাতির পরিচালক,অনুভূতির উৎস,রাজনীতির মহা কবি
তোমার পরাক্রমের যে হুংকার উঠেছিল সমগ্র রণাঙেগ
তোমার বজ্র কণ্ঠের স্ফুলিঙেগর বারুদে যে উত্তাপ ছড়িয়েছে
তারই প্রভাবে শত্রু সেনাদের হৃদয় পুড়েছে দাবানলের অগ্নিতে
ওদের সকল পরিকল্পনা, সকল ঘাঁটি গুড়িয়ে গেছে অম্লানে।
তোমাকে রুদ্ধ করে রাখিবে এমন দুঃসাহস ছিলনা ওদের
তাইতো স্বমহিমায় ফিরে এলে ১৯৭২'র ১০ই জানুয়ারিতে
তোমার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রিয় মাতৃভূমিতে।
হে স্বপ্ন দ্রষ্টা মহান পুরুষ সোনার বাংলার কারিগর
স্বাধীনতার পরে নানা বৈরিতা পেরিয়ে
বাংলাদেশকে নিয়ে এলে ১৯৭৫ এ।
তোমারই গগনচুম্বী সাফল্যের জ্যোতিতে
তিক্ত ঢেকুর উঠল দুষ্টু চক্রের উদরে
ষড়যন্ত্রের জাল রচিত হতে শুরু করল তোমারই বিরুদ্ধে।
লোভ লালসা আর ঘৃণিত ক্ষমতার মোহে
মহা কালের কাল রাত্রি রচিত হল ৭৫'র ১৫ই আগস্টে।
আততায়ী শত্রুদের বুলেটের আঘাতে
বাংলার স্বপ্ন পুরুষ বঙগবন্ধু ও তার পরিবারকে
ভাসিয়ে দিল রক্ত স্রোতের মহা সমুদ্রে।
নিথর দেহে বুলেটকে বরণ করে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে গেল
সর্বোকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

স্মরণ

কৃষ্ণারানী দে

গোপালগঞ্জের ছোট একটি গ্রাম,
নাম তার টুংগি পাড়া,
সেই গ্রামে জন্মে ছিল বাঙালী জাতির পিতা।
স্বপ্ন ছিল গড়বে সে যে সোনার বাংলাদেশ,
স্বপ্ন তাহার ভেঙ্গে ছিল পাকিস্তানি রেশ,
মারলো মানুষ পাখির মত করল গৃহ ছাড়া
কেড়ে নিল সিথির সিঁদুর অবুঝ বালিকার।
ভায়ের রক্তে সিক্ত হলো, বোনের রিক্ত আচল।
কত রক্ত ঝরিয়ে দিল, করল খালি কোল।
মা যে তাহার পাগলিনি বাক রুদ্ধ তার।
পুড়িয়ে দিয়ে ক্ষেতের ফসল,
হাসল অট্ট হাসি।
পিতার বক্ষ মাড়িয়ে যায়,
বুটের খড়গ পরি।
বঙ্গবন্ধু গর্জে ওঠে এসব ছবি দেখি,
হাকলো সে যে ডাকলো সবে,
যুদ্ধ হলো শুরু।
স্বাধীন হলো মাতৃভূমি, জাতির পিতার দরুণ,
স্বাধীনতার লাল সূর্য পুব আকাশে ওঠে,
১৫ই আগষ্ট কালো রাতে অস্তমিত সে যে।
সকল জাতি শোকাহত মর্মাহত আজ।
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে,
কাঁদে বাঙ্গালির প্রাণ।
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে,
শেখ মুজিবুর রহমান।
ভুলবো নাকো আমরা তোমায়,
ভুলবো না সেই রাত,
তুমি আছো তুমি রবে হৃদয়ে বার মাস।

তোমার স্মৃতি চির অম্লান

অধ্যাপক মুহম্মদ ইউসুফ আলী

হে বঙ্গবন্ধু,
তুমি জাতির পিতা, বাঙালীর মহান নেতা,
রাজনীতির মহানায়ক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক
তুমি ছিলে অসাধারণ বাগ্মী, বজ্র কন্ঠের অধিকারী,
গণতন্ত্রের পূজারী, অকুতোভয় বীর সৈনিক,
শস্য শ্যামলা-পুষ্পে ভরা রূপসী বাংলার-
তুমি শ্রেষ্ঠ কৃতি সন্তান।
হে স্বাধীনতার স্থপতি, ইতিহাসের মহান পুরুষ তুমি
বাংলার মাটি-মানুষ ছিল তোমার রাজনীতির মূল উৎস,
তুমি অনুভব করেছিলে বাঙালির হৃদয়ের কথা,
তাদের অন্তরের সুপ্ত ব্যাথা,- তুমি উপলব্ধি করেছিলে,
বাঙালী আজ শোষিত, বঞ্চিত, তারা নিপীড়িত, অত্যাচারিত
তুমি বুঝেছিলে তাদের একমাত্র মুক্তির পথ
স্বাধীকার ও স্বাধীনতা
সেদিন তোমার বজ্র আহবানে জেগে ওঠে কৃষক শ্রমিক,
কামার-কুমার-ছাত্র-শিক্ষক আপামর জনতা
তোমার নির্দেশে স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে
তারা এক দূর্বার আন্দোলন
সারাদেশ মুখরিত হয় জয় বাংলার প্রান কাঁপানো শ্লেগানে
তোমার অমোঘ নির্দশে মুক্তিযুদ্ধ চলে সারা বাংলাদেশে
নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলার আকাশে
উদিত হয় স্বাধীনতার লাল সূর্য।
কিন্তু স্বৈরচারী শাসক বসে থাকেনি
সে তোমায় করেছে বন্দী
করে জুলুম- নির্যাতন, সীমাহীন নিপীড়ন,
কিন্তু জেল, জুলুম অত্যাচার নির্যাতন আর ফাঁসির মঞ্চ কোন কিছুই
তুমি করনি ভয়, বিচ্যুত হওনি কখনও তুমি তোমার আদর্শ হতে

আপোষ করনি স্বৈর জান্তার সাথে
অকুতোভয় সৈনিকের মত তুমি এগিয়ে গেছ
আপন আদর্শরে পথে
বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে তোমার নাম
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চিরদিন রবে দিপ্যমান,
স্বর্নাক্ষরে থাকবে লেখা তোমার আত্নত্যাগ তোমার অবদান।
হে শেখ মুজিবুর রহমান, তুমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী
স্বাধীন বাংলাদেশ তোমার শ্রেষ্ঠ অবদান
আজ স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে লাল সবুজের পতাকা
বাংলাদেশের আকাশে
আজও আমারা বেঁচে আছি স্বাধীন দেশে
স্বাধীন জনতার বেশে
হে বঙ্গবন্ধু, তোমার আদর্শ, তোমার চেতনা
চিরন্জীব বাঙালির হৃদয়ে চিরন্জীব
আজও তোমার অমর চেতনা ধারন করে আমরা আছি উন্নত শিরে
বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বাংলার মাটিতে।
তোমার "মহা প্রয়ণ দিনে" তুমি আবার ফিরে এসো আমাদের মাঝে
নতুন চেতনা নিয়ে-
সে চেতনায় আবার উজ্জীবিত হয়ে আমরা যুদ্ধ করি
রোগ-ব্যধি, ক্ষুধা—দারিদ্র আর দূর্নীতির বিরুদ্ধে,
গড়ে তুলি শোষনহীন তোমার কাঙ্খিত সোনার বাংলা।
হে বঙ্গবন্ধু, তোমার আদর্শ, তোমার চেতনা চির অমর
চির সজীব বাঙালীর অন্তরে
তোমায় সালাম, মহান স্রষ্টার কাছে এ প্রার্থনা
তিনি যেন তোমায় দেন বেহেস্তের শ্রেষ্ঠতম স্থান
হে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান,
বাংলাদেশে, বাঙালীর হৃদয়ের পরতে
তোমার ইতিহাস, তোমার স্মৃতি, তোমার অবদান
থাকবে চির অম্লান।

জাতীয় শোক দিবস

-দিলীপ কুমার শীল

১৫ই আগস্ট শোকাহত জাতি,
বুকে জলে শোকানল,
চোখ ভরে আসে জল।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
হরে নিল কুটিল কাল।
ইতিহাসের এই কলঙ্কিত রাত
ভুলিতে পারে না জাতি-
পিতাহারা হয়ে এতিমের মতো
কেন এদের এ দুর্গতি।
শিশু রাসেলের করুণ আকুতি
শোনেনি ঘাতক দল ।
হাসিনা রেহানা পায়না সান্ত্বনা
বয়ে যায় অশ্রু ধার।
বাংলার মানুষ ভালোবেসে ছিলো
এই অপরাধ পিতার
যার ফলে তাঁর গোটা পরিবার
রক্ত হয়েছে লাল।
প্রিয় নেতার কবরের পাশে,
আজো কাঁদে বাঙালি।
ফুল হাতে নিয়ে আত্মার শান্তি চেয়ে
জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।
শোক যেন জাতির শক্তি হয়ে
বাড়িয়ে দেয় মনোবল।

জাতির পিতা শেখ মুজিব

নীলকমল তরফদার

একটি ছবি সদাই ভাসে
আমার নয়ন কোনে
সেই ছবিটি যত্নে বড় থাকে
সব বাঙালীর মনে।
সেই ছবিটি সকল গৃহে
সব অফিসেই দোলে
তিনি হলেন জাতির পিতা
কেউ কি তাকে ভোলে ?
'৭৫ এর (১৯৭৫) ১৫ আগস্ট
ঘন নিবিড় রাতে
স্ব-পরিবারে হত হলেন
বেইমানদের হাতে।
অদ্যাবধি সবার বুকে
বিরাজে সেই ক্ষত
আঁখির পাতায় বঙ্গবন্ধু
সতত জাগ্রত।
তুমি বরণীয় তুমি স্মরণীয়
ইতিহাসে অমলিন
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী
ভুলবো না কোনদিন।
তোমার ছবিটি লাল সবুজের
পতাকাতেই ভাসে
জাতির পিতা শেখ মুজিবকে
সবাই ভালোবাসে।

প্রয়াত বঙ্গবন্ধু

অসীম প্রকাশ, প্রাক্তন অধ্যাপক, দ্বিগরাজ মহাবিদ্যালয়

শেখ পরিবারের নিধনযজ্ঞ হইল যেমনে শেষ-
খবর ছড়ালো বাতাসের আগে হতভম্ব সারাদেশ।
স্বৈরাচারী শাসকের ভয়ে কথা ফোটে নাই মুখে
নিরব অশ্রু ঝরালো বাঙালি মুহ্যমান সেই শোকে।
বিশ্ব শ্রেষ্ঠ নেতা মুজিবর জগতের মনিমালা-
বঙ্গজননীর সোনার ছেলের শেষ করে দিল খেলা।
যে শকুনি কুত্তার দলে ঘৃণ্য ছোবল মেরে-
শেখ পরিবার শ্মশান করিল গোলাগুলি করে।
তাদের বিচার হচ্ছে আজিকে এইটুকু সান্ত্বনা
বঙ্গবন্ধু যে প্রাণের মানুষ, বাঙালির প্রেরণা।
যতকাল জগত ধ্বংস না হবে, সব দেশে শেখ পূজিত;
৭ই মার্চের জ্বালাময়ী ভাষণ করেছে তারে রঞ্জিত।
তারই স্বপ্ন, তারই আদর্শ, তার নীতি নিয়ে চলি;
শেখ হাসিনার সাথী মোরা হবোনা কেউ বলি।
শোক দিবসের শপথ মোদের সোনার বাংলা গড়া
শেখ হাসিনা দেশরত্ন নীতিতে রয়েছে কড়া।
দুদিনের খেলা শেষ করে ভবে মানুষ যায়তো চলে,
কীর্তিই তারে বাঁচিয়ে রাখে অমরত্বের বলে।
মরেও যারা মরেনা কভু দুদিনের খেলা সারে,
খেলা শেষ হলে নিয়তি তাদের টেনে লয় নিজ ঘরে।
মৃত্যু রহস্য বোঝে কজন কে পাবে কেমন গতি
গবেষণায় আজও ধরা পড়ে নাই মরনোত্তর সব রীতি।
স্রষ্টাকে মোরা ভরসা করি, তারে করিতেছি মোনাজাত
বঙ্গবন্ধু সবার দোয়াতে পাক সেরা জান্নাত।

জাতীয় শোক দিবস স্মরণে

প্রনয়েন্দু অধিকারী, প্রধান শিক্ষক কাষ্টবাড়িয়া, আদর্শগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

একবুক কষ্ট, একরাশ বেদনা,
বুকফাটা ক্রন্দন-
কোথাও নেই আজ একবিন্দু সান্ত্বনা।
অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে
গর্জে উঠেছিল যে কণ্ঠ বারবার।
লাখো বাঙালীর সে মুক্তি প্রেরণা;
রক্তে আগুন প্রতিবাদী জনতার।
পরাধীনতার নাগপাশ-
তোমাতে পেয়েছে ত্রাস,
আনিয়েছো তুমি কাঙ্খিত স্বাধীনতা।
তুমিই আলোর দিশারী
তুমি শাশ্বত, হে কান্ডারী
বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা
শুনিয়েছো বাঙালীর মুক্তি বারতা।
বিশ্ব দরবারে চিনিয়ে দিয়েছো
বাঙালী সাহসী জাতি।
মরতে জানি, মারতেও জানি-
অন্যায়ে চির প্রতিবাদী।
তুমি দুর্জয়, তুমি নির্ভয়
তুমি আদর্শ, তুমি বিস্ময়
তুমি মৃত্যুহীন বীর অক্ষয়-অমর।
কোটি বাঙালী হৃদয়ে তুমি
এই আকাশ-বাতাস-ভূমি,
তোমাতেই মুগ্ধ এই বিশ্ব চরাচর।
হে বঙ্গবন্ধু, হে জাতির পিতা,
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী মহান নেতা
তুমিই চিরঞ্জীব তুমিই সত্য শাশ্বত।
তুমি আছো জাগ্রত চেতনায়
তুমি বাঙালীর দীপ্ত প্রেরনায়;
বিনম্র শ্রদ্ধায় তোমাকে স্মরি সতত।

নতুন যুগের স্রষ্টা

-বিষ্ণুপদ বাগচী
প্রাক্তন সম্পাদক, অনন্ত বিজয় পত্রিকা

মুজিব মানেই বাংলাদেশ
মুজিব মানেই চেতনা,
মুজিব মানেই শত বাঁধা বিঘ্ন পেরিয়ে
এগিয়ে যাওয়ার প্রেরনা।
মুজিব মানেই মুক্তি, বাংলার ইতিহাস,
মুজিব মানেই সতেরো কোটি
বাঙালীর হৃদয়ের উচ্ছাস।
মুজিব মানেই প্রেরণা,
দেশ গড়ার শক্তি,
একটি নতুন দেশ, বাংলাদেশ
এ যেন এক দূর্লভ প্রাপ্তি।
এ প্রজন্মের গর্বিত মুক্তিদাতা তুমি
এক স্বপ্নিল অনুভূতি,
তোমাকে জানাই শতকোটি সালাম
অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য, সুখস্মৃতি।
দুঃসময়ের কান্ডারী তুমি
আমরণ সংগ্রামী চেতনা,
তুমি জনগন মন অধিনায়ক
গভীর ভাবের দ্যোতনা।
তুমি আজ দেহ নিয়ে নেই
রয়েছো বাঙালী হৃদয় আসনে,
তুমি মরেও রয়েছো অমর
তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর মননে।
আমি বাঙ্গালী এ মোর গর্ব
যা এনে দিয়েছো হে স্বপ্নদ্রষ্টা,
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান,
হে নুতন যুগের স্রস্ট্রা।

দেশাত্মবোধক সংগীত

আশীষ মিস্ত্রী

ফুলে ফুলে ভরা রহিবে তোমার
সমাধি তো চিরদিন-ই
তোমার হৃদয় প্রেম দিয়ে গড়া
মোদের এ পূণ্য ভূমি।।

মুছে দিতে তব নাম প্রেমগাঁথা
স্নেহ ভালবাসা শক্তি বারতা
সাড়ে সাত কোটি প্রাণ সজীবতা
মুজিব, মুজিব, শেখ মুজিব-ই।।

বিশ্ব সভায় তোমার আসন
মুখে মুখে ফেরে তোমার ভাষণ
প্রতিটি হৃদয়ে তোমার স্বপন
মুছিবে না কভু হায়।

(বজ্র) কণ্ঠে তোমার যাদুর শক্তি
দেশ প্রেমে ভরা অমিয় ভক্তি
তুমিই আনিলে মোদের মুক্তি
যুগ যুগ সেরা বীর সংগ্রামী।।

Restless Journey

Md. Saiful Alam Boktier, **Lecturer**, **Rampal College**

Oh! Great Creation of Earth, Why be too inhuman?
Of power, greed or carnal merriment?
Or, for what ? Endless ambition ?
Heart not moves for brutal killings,
Most here now out of sense and feelings.
Hands even now stained with patricidal blood,
Brothers foe, near relatives enemy,
Fake relation grows, make to show one's great.
Good deeds here not valued, fraud honoured,
Learned trodden, values forgotten.
Fellow feeling , waning.
Compassion to the deprived, dying.
Religion not followed, know not much of it,
But feud over it,
Causing much blood shed , Nations divided.
But it is for perpetual peace,
As it teaches to be tolerant and respectful,
But who cares!
Lap of mother no safe now for innocent,
Motherly love fades for lustful enjoyment,
Parents burdened, family cared not,
Left them in a lonely Palace,
Where tears dropunendingly ,
Makes the earth and sky heavy,
But not touch offspring's heart.
Amassing wealth, how much, they know not,

Or, not heaped for noble purpose,
Defying heart-rending cry of helpless,
The Mighty restored it for future.
Amusement, mind's food,
Refines the senses.
But , now, foreign culture,
Blowing a suffocating air ,
And fires the taste of people.
Culture, now , unhealthy, makes them restless.
Here most young suffers from peculiar diseases,
Pass their night with hot lust,
Nudity, a passion for them,
Vulgarity , an ideal,
Lie, a constant company,
Wine , a depraved desire.
A dying young generation, growing.
Unknown diseases, most modern men have;
Mental vacuity of unending ambition,
Always keeps them busy, makes them restless.
Takespleasure from wild flavour,
Always runs for sensual pleasure.
Park, open air , a place of hot desire,
Motel , a hot bed of illicit relation,
For moment's pleasure,
A barren relation that pains a lot.
Where Justice delayed,
Injustice makes an angry generation,
Law suitors lost their patient ,
For decades waiting, at last silent,
Seeking God's decision.

Intolerance firmly rooted, endurance hardly seen,
Where but to speak, full of rage,
Wrath and anger, two enemies behind,
Takes a permanent abode in the inner state of mankind.
Claimed to be humane, yet killed on colordifference ,
A racism, mind not refined.
Oh! What a restless journey ?
Still the earth lovable,
As fellow feelings and love for the distressed, yetfelt ;
Sense of kindness not fully dying out,
If not today, but tomorrow, a healthy culture,
Culture of humanity, true education, love and honor,
Peep into the cloudy sky,
All's life rinsed , a bondage of humanity built,
New ray of lustrous sunshine ,
Kindles the dark state of mankind,
Will make an end of restless journey.

“একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান